MAY 2017
8 2

এবার 'শ্রেষ্ঠ' বাজেট দিতে চান অর্থমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের জনগণকে শ্রেষ্ঠ একটি বাজেট উপহার দিতে চান। তার মতে, গত ৮ বছরের ধারাবাহিকতায় এটিই হবে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাজেট। গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, টেলিভিশন চ্যানেলের শীর্ষ নির্বাহী ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি। অর্থমন্ত্রী জানান, নতুন বাজেটের আকার ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। উচ্চাভিলাষী এ বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে বেশি রাজস্ব আহরণ করতে হবে। এ জন্য যা কিছু চাপাচাপি করা দরকার, এবার তা করা হবে। ১ জুন জাতীয় সংসদে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী।

মুহিত বলেন, রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। এখন রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশ। আগামী বছর রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। বাড়তি রাজস্ব আহরণ করতে হলে জনগণকে আরও বেশি কর দিতে হবে। সে জন্য রাজস্ব আদায়ের ওপর চাপ বেশি থাকবে। আগামী বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিদ্যুতে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বিএনপির ভিশন-২০৩০ ঘোষণা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে এটি ভালো হবে।

সম্পাদকদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনা

বাজেট উপলক্ষে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন সম্পাদক ও টিভি চ্যানেলের শীর্ষ নির্বাহীরা। আমদানি করা নিউজপ্রিন্টের শুল্ক-কর প্রত্যাহার, ডিজেলের দাম কমানো, রফতানিকে উৎসাহিত করা, রেমিট্যান্সের পতন ঠেকানো, শস্যবীমা চালু, বিজ্ঞাপনের দর বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব দেন সম্পাদকরা। ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে একই পরিবার থেকে চারজনকে পরিচালক ও পর্ষদে টানা ৯ বছর থাকার যে বিধান করা হয়েছে সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তারা আরও বলেন, এই বিধান কার্যকর হলে গোটা ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, নতুন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আইন ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। ভ্যাটের হারও কমবে। তবে কত কমবে তা বলেননি তিনি। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন শুরু হলে জনগণের ওপর যে চাপ পড়বে তা অকপটে স্বীকার করে মুহিত বলেন, তবে বাড়তি রাজস্ব দেওয়ার সামর্থ্য বর্তমানে জনগণের আছে। কারণ, আমাদের আয় বেড়েছে। অর্থনীতি শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। কয়েক বছরে ৭ ভাগের কাছাকাছি জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন পৃথিবীর খুব কম দেশেই হয়েছে। কাজেই কর দেওয়ার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আছে জনগণের।

সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বলেন, সংবাদপত্র শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল আমদানি করা নিউজপ্রিন্টের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৫ শতাংশ অগ্রিম কর রয়েছে। শুল্ক-কর হার অত্যধিক হওয়ায় এ শিল্পের ওপর চাপ বাড়ছে। প্রতিবারই বাজেটের সময় এ নিয়ে কথা বলা হয়, কোনো লাভ হয় না। সংবাদপত্র শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রযোজ্য ভ্যাট ও অগ্রিম কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন তিনি।

চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের কর্ণধার ও সমকাল প্রকাশক এ. কে. আজাদ বলেন, প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মী আনতে হচ্ছে উচ্চ বেতনে। এতে করে বছরে ৫০০ কোটি ডলার বা ৫ বিলিয়ন ডলার দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এ জন্য বিনিয়োগ এক প্রকার স্থবির হয়ে আছে। ডিজেলের দাম আরও কমানোর প্রস্তাব করেন তিনি। জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, ডিজেলের দাম কমানো হয়েছে কিছু। আরও কমানোর বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মন্ত্রিসভায় ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধনী অনুমোদনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ. কে. আজাদ আরও বলেন, এটি কার্যকর হলে ব্যাংক খাতের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। বেনামি ঋণ নেওয়া আরও বাড়বে। ব্যাংক চলে যাবে পরিবারতন্ত্রের হাতে। এ আইন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু বলেননি। তার বক্তব্য, পৃথিবীর অনেক দেশে বড় বড় ব্যাংক পরিবার চালায়। আমরা তো কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছি।

নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ জানতে চান, নতুন আইনে ভ্যাটের হার কত হবে? যে বাজেটটি শেষ হতে যাচ্ছে তার অবস্থা কী? উত্তরে অর্থমন্ত্রী জানান, ভ্যাটের হার কমবে। কত কমবে এখনই বলতে পারছি না। আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, ই-টেন্ডারিং চালুর ফলে সংবাদপত্র মরে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। দরপত্র আগের মতোই প্রকাশ এবং বিজ্ঞাপনের রেট বাড়ানোর প্রস্তাব করেন তিনি। উত্তরে মুহিত বলেন, যখন দেশে কম্পিউটার প্রিন্টিং শুরু হয়, তখন মনে করা হচ্ছিল বইপত্র প্রকাশিত হবে না। কিন্তু তা হয়নি। একইভাবে ই-টেন্ডারিংয়ে হচ্ছে।

ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত জানতে চান, চাপাচাপিটা কী? উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন, চাপাচাপি মানে কর আদায়ের জন্য বেশি চাপ থাকবে। এখন মোট রাজস্ব আয়ের ৩৭ ভাগ আসে ভ্যাট থেকে। আগামীতে তা ৪০ ভাগে উন্নীত করা হবে।

যারা ২০-৩০ বছর ধরে নিয়মিত কর দেন তাদেরও কোনো কার্ড দেওয়া যায় কি-না তা বিবেচনার প্রস্তাব করেন চ্যানেল আইয়ের বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম প্রমুখ। এ ছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান, ইআরডি সচিব কাজী শফিকুল আযমসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।